ছোটদের

নজরুল

রচনাবলি

ছোটদের

নজরুল

রচনাবলি

খিলখিল কাজী সম্পাদিত

KOBI PROKASHANI

ছোটদের নজরুল রচনাবলি
খিলখিল কাজী সম্পাদিত

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৬৫০ টাকা

Chhotoder Nazrul Rachanabali (A Collection of Works for Juvenile)
by Kazi Nazrul Islam Edited by Khilkhil Kazi Published by Kobi Prokashani
85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon
Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: June 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 650 Taka RS: 650 US 35 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-13-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শিশু ও
কিশোরদের
উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ আসলে কবিতার দেশ। এদেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিজেরাই কবিতা লিখতে পারে, যা অন্য কোথাও নেই।

অনেকদিন ধরে আমার মনের ভেতরে একটা বাসনা ছিল যে, দাদুর ছোটদের জন্য লেখা ছড়া, কবিতা, কিশোর সাহিত্য নিয়ে একটা সমগ্র আকারে বই তৈরি করব—সেটা সব বাংলাভাষী ছোটরা এবং কিশোর-কিশোরী পড়তে পারবে। তারা তাদের প্রিয় কবিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে, ছোটদের তিনি কত ভালোবাসতেন। দাদু ছোটদের জন্য খুব বেশি লেখেননি, তবে যে ক'টা কবিতা-ছড়া লিখেছেন—যেমন : 'প্রভাতী', 'খুকি ও কাঠবেরালি', 'দেখব এবার জগৎটাকে', 'ঝিঙে ফুল'-এর মিষ্টি কবিতাগুলো ছোটদের মনে সুন্দরভাবে ছাপ ফেলতে দেখেছি। ছোটদের কবিতা আবৃত্তি শেখানো আর ছন্দের গান তৈরি করতে এমন কবিতা বাংলা শিশুসাহিত্যে খুব বেশি নেই। বহুযুগ ধরে পাঠ্যবইয়ে দাদুর লেখা 'প্রভাতী' কবিতা ছোটদের হৃদয়ে আলাদা একটা ভালোলাগার, ভালোবাসার স্থান করে নিয়েছে। মানুষের জীবনে প্রত্যেক দিনই প্রভাত আসে, ভোর হয়, সুন্দর একটা সকাল দিয়ে প্রতিদিনের কাজ হয় শুরু। দাদু নজরুল তাঁর 'প্রভাতী' কবিতা দিয়ে সব শিশুর চোখের ঘুমকে যেন এক চিরচেনা নতুন সাজে এনে মেলে ধরেছেন। আগেকার দিনে যুগে যুগে ছোটরা কবিতাপাঠ শিখত 'পাখি সব করে রব, রাতি

পোহাইল' দিয়ে, এখন সে জায়গা নিয়েছে দাদুর লেখা 'ভোর হল দোর খোল' কবিতা। ছোটদের খেলার রাজ্যে তাদের মন জয় করার এমন কবিতা আমাদের শিশুসাহিত্যে আজকাল আর লেখা হয় না বললেই চলে।

এদেশের ছোটরা এই বলে আফসোস করতে পারে যে, কাজী নজরুলকে আরও পুরোপুরি পায়নি। তাহলে কী সম্পদই না তারা পেত! আমি দাদুর লেখা মিষ্টি কবিতাগুলো পড়ি আর ভাবি, শিশুর মনের ভাবকে এমন চমৎকার করে আমরা কেন ফুটিয়ে তুলতে পারি না! কী মজাদার কবিতাই না তিনি লিখেছেন :

গাছে গ্যে যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা, মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে!
পড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই।

শিশুর মুখের ভাষা কত অনায়াসে এসেছে দাদুর কবিতায় :

এ রাম! তুমি ন্যাংটো পুটো?
ফ্রক্‌টা নেবে? জামা দুটো?

আসলে দাদু নিজেই এক চিরশিশু ছিলেন। বিদ্রোহী কবি দাদুর বুকের ভিতরে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল এক অবাক শিশু। তার ধরন-ধারণ শিশুর মতোই অবারিত উল্লাস, অফুরন্ত আনন্দ—যা দুঃখকেও হার মানিয়েছিল।

বাংলাদেশ আসলে কবিতার দেশ। এদেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিজেরাই কবিতা লিখতে পারে, যা অন্য কোথাও নেই।

রবিঠাকুর কিশোর-কিশোরীর জন্য কবিতা লিখে গেছেন, দাদুও বাংলার কিশোর-কিশোরীর জন্য কবিতা লিখেছেন। রবিঠাকুর কিশোরের সূক্ষ্ম কল্পনাকে গভীরতর সৌন্দর্যের দিকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন, আর দাদু চেয়েছেন কিশোর বাহিনীর শক্তিকে গঠনাত্মক ও কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে। জাতিগঠনে, দেশগঠনে, কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠনে শিশুর

মনের মুক্তি তিনি খুঁজেছেন। শিশুর মনকে সংক্রামিত করতে চেয়েছেন ভবিষ্যৎকালের নির্ভীক, সত্যবাদী, আদর্শনিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সংস্কৃতিমান হৃদয়বত্তা দিয়ে।

কিশোরপাঠ্য কবিতাগুলোতে দাদুর যা বৈশিষ্ট্য, সেগুলোর সবকিছুই উপস্থিত আছে। মানুষের অসামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা বিষোদ্গার করে। হিটলার, মুসোলিনির বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। ইংরেজ শাসকদের প্রতিও ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। দেশের স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, দেশ-বিদেশে ঘোরার জন্য কী ব্যাকুলতা! তাঁর লেখা 'সংকল্প' কবিতার কয়েকটি লাইন :

রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড় চুড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। তাঁর জীবন-ইতিহাস এবং সাহিত্যকর্ম বিরাট। কবি-দাদুর লেখা ছোটদের জন্য এবং কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল, ছোটদের জন্য কবির যাবতীয় লেখা একসঙ্গে করে একটি ভালো বই প্রকাশ করব। যেখানে শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা তাদের জন্য দাদুর লেখা কবিতা, ছড়া, নাটিকা, গল্প ইত্যাদি সব একটি মাত্র বইয়ে পাবে। নবাগত বংশধরের দল এ বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করে রাখবে প্রতিভার এক বিস্ময়কর কীর্তিরূপে, যিনি জড়তা ও মৃত্যু থেকে তাঁর মাতৃভূমিকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমি চেষ্টা করেছি আমার জীবনের সঙ্গে দাদুর না-ভোলা স্মৃতি এবং আমার পরিবারের অন্যদের নিয়ে না-জানা স্মৃতি এই বইয়ের প্রথমে তুলে ধরতে, যাতে করে নতুন প্রজন্ম দাদুর জীবনের নানান দিক জানতে পারে।

সূচিপত্র

কবিতা

অপরূপ সে দুরন্ত ৩০
অভিযান ৩২
আগমনী ৩৩
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে ৩৪
আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে ৩৬
আমি যদি বাবা হতাম বাবা হতো খোকা ৩৭
আবাহন ৩৭
আবীর ৩৯
আশীর্বাদ ৪০
ঈদের চাঁদ ৪০
এই পথটা কাটব ৪২
এক বৃন্তে দুটি কুসুম ৪৩
কে কি হবি বল ৪৪

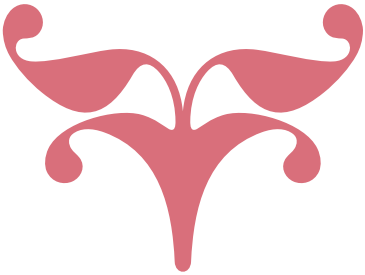

কিশোর ৪৫
কিশোরের স্বপ্ন ৪৬
কোথায় ছিলাম আমি ৪৭
কুলি-মজুর ৪৯
কৃষকের গান ৫০
খাঁদু-দাদু ৫১
খোকার খুশি ৫২
খোকার বুদ্ধি ৫৩
খোকার গপ্‌প বলা ৫৪
খুকুমণি ৫৬
খুকি ও কাঠ্‌বেরালি ৫৬
গরিবের ব্যথা ৫৭
ঘঘং ঘঘং ঘ্যাং ৫৯
ঘুম-জাগানো পাখি ৫৯
ঘুমপাড়ানি গান ৬০
চলব আমি হালকা চালে ৬০
চড়ুই পাখির ছানা ৬৩
চাষী ৬৪
চিঠি ৬৫
ছোট হিটলার ৬৭
ছিনিমিনি খেলা ৬৯
জয় জীবনের জয় ৭০
জাগো নব যাত্রী ৭০

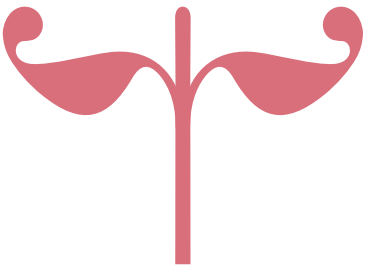

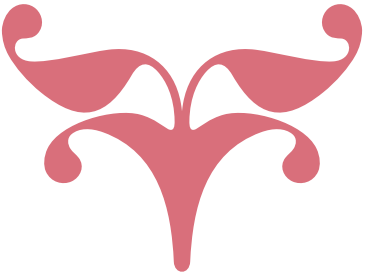

জাগো প্রাণ অফুরান ৭১
জাগো রে তন্দ্রা অলস ৭২
জিজ্ঞাসা ৭৩
ঝিঙে ফুল ৭৪
ঝুম্‌কোলতায় জোনাকি ৭৬
তরুণ তাপস ৭৬
তীর্থযাত্রা পথে ৭৭
ঠ্যাং-ফুলী ৭৮
দাও শৌর্য দাও ধৈর্য ৮১
দিদির বে'তে খোকা ৮২
দুই সহোদর ভাই ৮৩
নকিব ৮৩
পুতুল-খেলা ৮৪
পল্লি-জননী ৮৪
পিলে-পট্‌কা ৮৫
প্রভাতী ৮৭
ফ্যাসাদ ৮৯
বগ দেখেছ? ৯১
বর প্রার্থনা ৯৩
বাংলাদেশ ৯৫
বাংলা মা ৯৬
বাজিছে শঙ্খ ঐ ৯৬
ভাই ৯৭

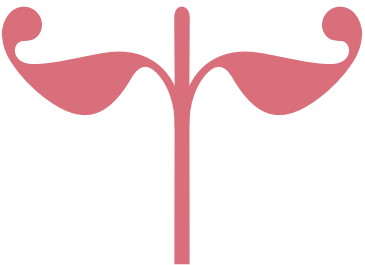

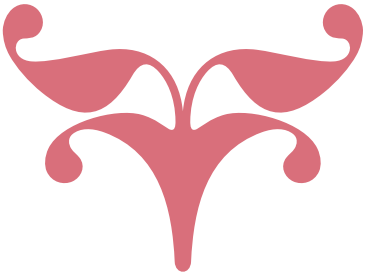

ভাঙো ঘুমঘোর ৯৭
ভোরের পাখি ৯৮
মটকু মাইতি বাঁটকুল রায় ৯৯
মা ১০০
মাঙ্গলিক ১০৩
মাটির রাজা ১০৪
মানুষ ১০৫
মায়া-মুকুর ১০৮
মুক্তি ১১০
রণ-মাদল ১১৩
রাখাল রাজা ১১৪
লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে! ১১৫
লাল সালাম ১১৭
লিচু-চোর ১২০
শিশু জাদুকর ১২২
শিশু-সওগাত ১২৩
সংকল্প ১২৪
সারস পাখি ১২৬
সানির ইচ্ছা ১২৭
হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন ১২৮
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ১৩০
খালেদ ১৩১
খেয়া-পারের তরণী ১৩৯

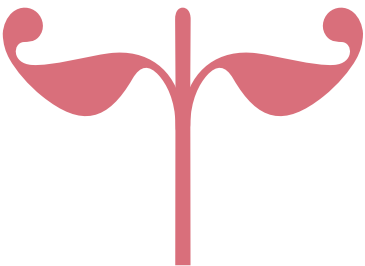

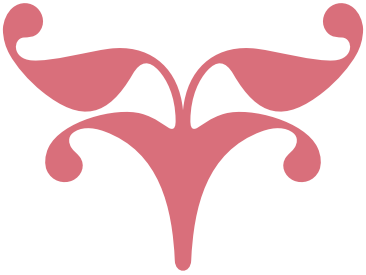

জীবন-বন্দনা ১৪০
ফরিয়াদ ১৪১
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ ১৪৫
বিদ্রোহী ১৪৯
মোহর্‌রম ১৫৫
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায় ১৫৮
সব্যসাচী ১৬০
সিন্ধু ১৬৩
১৪০০ সাল ১৬৬

হাসির কবিতা

ও ভাই কোলা ব্যাঙ ১৭২
কালো জাম রে ভাই ১৭২
গোঁড়া ও পাতি ১৭৩
তালগাছ ১৭৪
নতুন খাবার ১৭৫
হুলো ১৭৬
প্যাঁচা ১৭৬
শীত ১৭৭

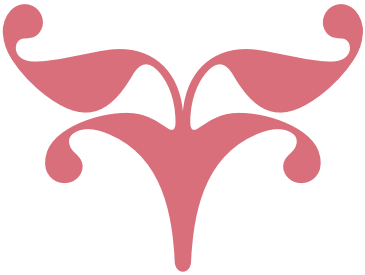

সংগীত

অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত ১৮০
আমার দেশের মাটি ১৮০
আমার শ্যামলা বরণ বাংলা ১৮১
আসে বসন্ত ফুলবনে ১৮২
একি অপরূপ রূপে মা তোমায় ১৮৩
এসো শারদ-প্রাতের পথিক ১৮৪
এসো হে সজল শ্যাম ১৮৪
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার! ১৮৫
খেলিছে জলদেবী ১৮৬
চমকে চমকে ১৮৭
চল্ চল্ চল্ ১৮৮
ছাত্রদলের গান ১৮৯
তৃষিত আকাশ কাঁপে ১৯১
দিকে দিকে পুন ১৯১
পউষ এলো ১৯২
প্রজাপতি প্রজাপতি ১৯৩
পাহাড়ি গান ১৯৩
ভাঙার গান ১৯৪
ভোরের সানাই ১৯৬
বসন্ত মুখর আজি ১৯৭
মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে ১৯৭

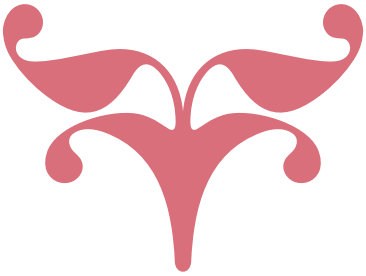

মেঘের ডমরু ঘন বাজে ১৯৮
খেলিছ বিশ্ব লয়ে ১৯৯
মোমের পুতুল ১৯৯
রুমুঝুমু রুমুঝুম্ ২০০
শুকনো পাতার ২০১
শিকল-পরার গান ২০২
সমর-সঙ্গীত ২০৩
হৈমন্তিকা ২০৩
এই সুন্দর ফুল ২০৪
ও মন রমজানের ঐ ২০৫
ইয়া মোহাম্মদ ২০৬
ইসলামের ঐ সওদা ২০৭
ঈদ মোবারক ২০৭
খোদা এই গরিবের ২০৮
তোরা দেখে যা ২০৮
তৌহিদের মুরশিদ আমার ২০৯
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ ২১০
রোজ-হাশরে আল্লাহ ২১০
মোহাম্মদ নাম যতই জপি ২১১
মোহররমের চাঁদ ২১২
শোনো শোনো য়্যা ইলাহি ২১২
অনাদি কাল হতে ২১৩

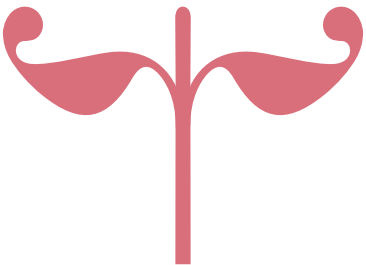

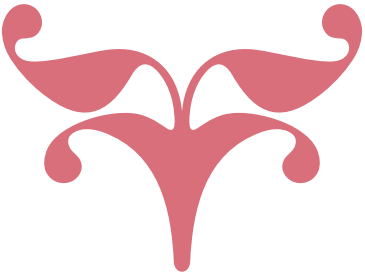

গল্প

ঈদের দিনে ২১৬
চাদর ২১৭
পদ্ম-গোখরো ২১৮
মরা কাউয়া ২৩৪

নাটিকা

কানামাছি ২৩৮
জাগো সুন্দর চিরকিশোর ২৩৯
জুজুবুড়ির ভয় ২৪৬
নবার নামতা পাঠ ২৪৮
পুতুলের বিয়ে ২৪৯

অভিভাষণ

তরুণের সাধনা ২৬৪

নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ২৭৫
গ্রন্থপঞ্জি ২৭৯

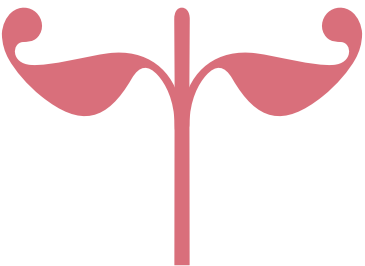

কবিতা

অপরূপ সে দুরন্ত

ভাব-বিলাসী অপরূপ সে দুরন্ত,
বাঁধন-হারা মন সদা তার উড়ন্ত!
সে ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে।
চাঁদের সাথে মুচ্‌কি হাসে,
গুঞ্জরে সে মৌ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হয়ে অঙ্গনে।
তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,
ধূমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত।
সে প্রথম-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির সনে—
হিঙুল হয়ে ওঠে লাজে হঠাৎ অকারণে।
ধরা তারে ধরতে নারে ঘরের প্রদীপ দিয়ে,
সে শিশির হয়ে কাঁদে, খেলে পাখির পালক নিয়ে।
সে ঝড়ের সাথে হাসে
সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে।
অপরূপ সে দুরন্ত
মন সদা তার উড়ন্ত
সে বৃষ্টিধারার সাথে পড়ে গলে,
অস্ত-রবির আড়াল টেনে লুকায় গগন-তলে।
দীপ্ত রবির মুকুরে সে আপন ছায়া দেখে,
সে পথে যেতে যায় যেন কি মায়ার মোহ এঁকে।
ঝরা তারার তীর হানে সে নিশুত রাতে নভে,
ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

সে রঙিন প্রজাপতি
কভু ফুলের দিকে মতি,
কভু ভুলের দিকে গতি।
তার রুধির-ধারা নদীর স্রোতের মতো
দেহের কূলে বদ্ধ তবু মুক্ত অবিরত।
রূপকে বলে সঙ্গিনী সে, প্রেমকে বলে প্রিয়া,
রূপ ঘুমালে ঊর্ধ্বে ওঠে আত্মাতে প্রেম নিয়া।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!
মরণকে সে ভয় করে না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,—
ভাবের সাথে ভাব করে সে অভাব করে জয়।
তার তরল হাসি সরলভাবে মুগ্ধ সবার মন,
মন ভরে না জ্ঞানীর, করে অর্থ অন্বেষণ।
চোখ আছে যার, তারি চোখের পাতা টিপে ধরে,
হাতিশালায় যায় না, যায় ফুল ফোটে যে-ঘরে।
তার পথের পথিক সাথী,
তার বন্ধু নীরব রাতি,
খ্যাতির খাতায় চায় না চাঁদা, চাঁদের সাথে খেলে,
সে কথা কহে, মুক্ত-পাখা পাখির দেখা পেলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!
তারে জ্ঞান-বিলাসী ডাকে না, তায় গাঁয়ের চাষি ডাকে,
তৃষার জলের পাত্র-সম জড়িয়ে ধরে তাকে।
সে রয় না আন্দোলনে,
যেথা আনন্দ হয় আন্দোলিত যায় সে গোপন বনে।
সে চাঁদের আলো, বর্ষা-মেঘের জল,
আপনার খুশিতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।

সে চায় না ফুলের মালা, ফুলের মধু চায়,
সে চায় না তাহার নাম,
দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়

চায় না তাহার দাম।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!
কেউ যদি তায় ভালো বলে, আলোর বুকে হয় সে লয়,
বলে, 'ওগো সুন্দর মোর, তোমায় বলে, আমায় নয়!'
ছন্দ তাহার স্বচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব মাঝে রয় না সে,
যে বড় তাঁর সুনাম নিয়ে ক্ষুদ্র কথা কয় না সে।
তার মন্দ শোনার নাইকো সময়,
রসের সাথে নিত্য প্রণয়,
তারে নিন্দা দিলে চন্দন দেয়
সে নন্দন-জাদুকর,
সুন্দর সে, তাই দেখে না কাহারেও সে অসুন্দর।
তারে লোভ দেখিয়ে যায় না ধরা,
আপনাকে যে দিতে চায়—
প্রেম-ভিক্ষু দুরন্ত সে লুটিয়ে পড়ে তাহার পায়।
পূর্ণের সে প্রতিচ্ছায়া, অপরূপ সে দুরন্ত,
মন কাঁদে মোর তারি তরে, মন সদা যার উড়ন্ত!

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ—
'মানুষ মহীয়ান!'
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কি উজান?
পাতাল ফেঁড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান ॥

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান ॥

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান' ॥

নারায়ণগঞ্জ
২-৭-২৬

আগমনী

মা এসেছে মা এসেছে
উঠ্ছে কলরোল।
দিকে দিকে উঠল বেজে
সানাই কাঁসর ঢোল ॥